দৈনিক সংবাদ

APR. 07 2002

# নারী নির্যাতন ও না

ডা. এম. এ হাসান

**একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তান ও তাদের দোসরদের অপরাধ, অসহিষ্ণুতা ও নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে অপ স্বীকার এবং যথাযথ ন্যায়বিচারের অভাবে একদিকে তাদের কৃত অপরাধগুলোকে বৈধ বলে বিবেচনা ব আক্রান্ত মানুষের অনেকেই এই নিকৃষ্ট অপরাধগু চরিত্রের মধ্যে শুষে নিয়েছে। একদিকে যেমন অপ তাদের ঘৃণা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাস সংক্রান্ত নোংরা দর্শন সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি অ অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের রাজনৈতিক পরি অবদমনের মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নির্যাতনসহ সব ধরনের নির্যাতনের ব্যাপারে স সহনশীল ও প্রতিক্রিয়াবিহীন হয়ে পড়েছে। এ ক ত্রিশ বছর পরেও আমাদের নারীদের প্রকৃত স্বাধী বিপন্ন।**

লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী নির্যাতন নারীর কোন একক সমস্যা নয়, এটা বিশ্বশান্তি, প্রগতি ও উন্নয়নের পথেও অন্যতম সমস্যা। এটা সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় এবং সভ্যতার বিকাশের পথে অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে আমাদের সমাজ ও রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে না। শুধু তাই নয়, সত্যিকার অর্থে এই গরিব দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনও সম্ভব হবে না নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীমুক্তি সাধিত না হলে। নারীর আত্মশক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের সেই শক্তি অর্জিত হবে যা অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

এ প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি বৈষম্য, অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন রোধ করার জন্য আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন আইন প্রণীত হয়েছে, যুদ্ধ ও সংঘাতে নারীকে লক্ষ্যস্থল হিসেবে ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের অনেক সংস্কার সাধিত হয়েছে। এসব আইনে নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি আক্রমণকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এসব মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের কোন সময়সীমা নেই, কোন আদালতেরও সীমাবদ্ধতা নেই। দিন কয়েক আগে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত World Conference on Impunity-তে যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেখানে Criminal Justice Policy-এর সঙ্কট ও সংস্কারের কথা উঠেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে Prof. Pace তাদের শত বছরের পুরনো Tort Law-এর পুনর্মূল্যায়ন ও নবপ্রয়োগের কথা বলেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নও নারী নির্যাতন রোধে Crime Against Humanity of Rape, Prostitution, Pregnancy, Persecution, Torture সহ নারীর প্রতি বৈষম্য সংক্রান্ত বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে।

জেনেভা কনভেনশনের ধারা ১২-৮-১৯৪৯ এবং এর সংযোজন ৮-৭-১৯৭৭-এ নারী ও সাধারণ মানুষ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না তাদের অধিকার রক্ষা এবং বন্দি নারী ও পুরুষ যোদ্ধাদের নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল-১৪ প্যারা-২-এ বলা হয়েছে 'Women shall be treated with all the regard due to their sex.' চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে আর্টিকেল-৩ প্যারা-২-এ আরো উল্লেখ করা হয়েছে 'Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution or any form of indecent assault.' ... 'Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault are forbidden.'

কিন্তু কেবলমাত্র এসব আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। নারীর আইনগত ও নৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীর বোধ ও শিক্ষা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আমাদের মতো দেশগুলোতে এসব আইনের বাস্তব প্রয়োগ, প্রয়োগের সদিচ্ছা ও Affirmative Actionও জরুরি। পাশ্চাত্য বিশ্বেও নারী ও দুর্বলের প্রতি বৈষম্য সংক্রান্ত ব্যাপারে Affirmative Action-এর অভাব অনুভব করছেন বিশ্বের বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মিগণ এবং আইন প্রণেতারা। সুইডেনসহ বেশ কটি ইউরোপীয় দেশে এই বিষয়গুলো যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে দেখা হলেও বিশ্বের সর্বত্র এর বাস্তব প্রয়োগের অভাব রয়েছে।

নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে যেমন Trauma Management ও নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, তেমনি Criminal Justice Policy-এর ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। আর এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কিছুটা সময়, সমন্বয় ও শিক্ষার। বিভিন্ন দেশের Truth and Reconciliation Commission-এর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, ধর্ষক, অত্যাচারী ও নারী নির্যাতনকারীর বিচারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন-বিরোধী শক্তি ও নারীর প্রতি বৈষম্যে বিশ্বাসী পুরুষদের সঙ্গে Reconciliation-এরও প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন (Transitional Management) ব্যবস্থা গ্রহণ অতি জরুরি। সংঘাত নয়, উপলব্ধির মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে অধিকার। দুর্বল ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য গত শতাব্দীতে বিশ্বময় যে গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সে আন্দোলনের বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে আরেকটি পরাজয় এড়াতে সংঘাত এড়িয়ে যাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এ প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, পুঁজিবাদী বিশ্বের পণ্যবাজার নীতি ও গ্লোবালাইজেশনের ফাঁদ সম্পর্কে নারীকে সচেতন হতে হবে।

উন্নত বিশ্বে যেখানে নারীমুক্তির কথা খুব বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয় সেখানেও নারীরা প্রতিদিন পুরুষদের হাতে বিভিন্নভাবে Exploited হচ্ছেন এবং নিজেদের অনিচ্ছায় ও অজান্তে পুরুষদের বিকৃত চিন্তা-চেতনার পণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। এই পণ্যচিত্র থেকে নারী বিমুক্ত না হলে নারীমুক্তি অসম্ভব প্রায়। অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন বন্ধ না হলে, নারীর অনৈতিক ব্যবহার বন্ধ না হলে, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে, বোধ ও দর্শনের পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে নারীমুক্তি সুদূর পরাহত। নারীকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তারা আদিম সমাজ থেকে সামন্তবাদী সমাজ পার হয়ে আজ গ্লোবালাইজেশন নামক এক

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির
নারীর একাকীত্ব,
ক্ষোভের কারণে পৃথি
বিনাশের দিকে এগিয়ে
Reproduction
সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান
সচল রাখার জন্যই।

নারীর অধিকার সং
রোধ কেবল আইন প্র
প্রয়োজন তা হলো শি
সচেতন করে আত্মবি
হৃদয় আলোকিত ক
একদিকে যেমন আই
এর প্রয়োজন, অ
Management
Project-এর বাস্তব
স্থানে স্থাপিত হতে
Clinic: এগুলোতে
ব্যক্ত করতে এবং তা
পারবেন। এর জন্য
প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান
কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার

সমাজে নারীর অ
নির্যাতিতদের অবস্থান
সঙ্কট রোধে যুদ্ধ
ক্ষমতায়নের সঙ্গে
সংঘাতময় এই বিশ্বে
হয়েছে। দুর্নীতি ও
রোধে আমাদেরকে
অর্থনীতিকে নতুন ক
সঙ্গে নারীমুক্তির জন্য
দেয়া প্রয়োজন তা হ

১। নারীর প্রতি বৈ
২। নারী নির্যাতন
৩। সমাজে নারীর

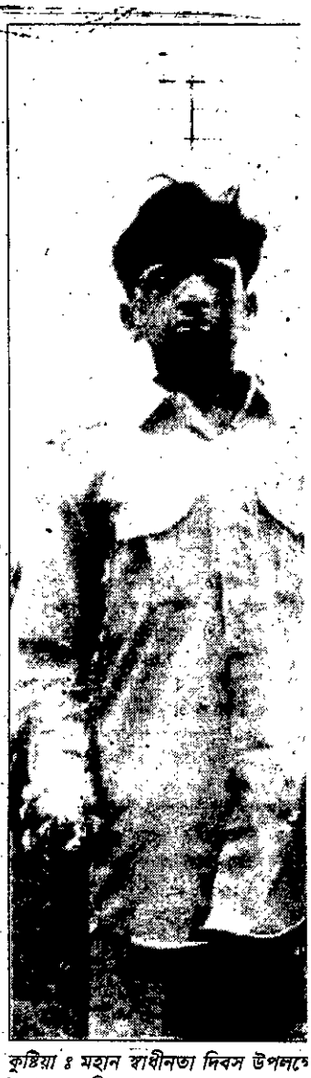



কুষ্টিয়া ঃ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে
সেজেছে মুক্তিযোদ্ধা

## লক্ষ্মীপুরে হত্যা
## গ্রেফতার ।। ৫

লক্ষ্মীপুর থেকে জেলা বার্তা পরি বেশক ঃ গত ৩রা এপ্রিল গভীর রা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরে শাখারীপাড়া গ্রাম থেকে ছাত্রকর্মী রাসে ও শিবির নেতা মহসীন হত্যার স জড়িত যুব লীগ কর্মী অনুপ কুমা লিটনকে গ্রেফতার করেছে। ৪ঠা এপ্রি তাকে কোর্টে হাজির করে ৭ দিনে রিমান্ড চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট আমিন উ নূরী ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

### অপহৃত নববধূকে উদ্ধার

গত ৪ঠা এপ্রিল সদর থানার পুলি অপহৃত নববধূ নাজমা আক্তারকে উদ্ধা এবং অপহরণের সঙ্গে জড়িত মুরা হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, গত ২রা এপ্রিল সদ

৭ দিনের